

# বাংলাদেশী ব্যাডমিন্টন দলের চড়ুইভাতি

কর্ণফুলী রিপোর্ট

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবসর ও বন্ধদিবসগুলোতে সময় কাটানো বিষয় নিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা রকম মুখরোচক গল্প ও চলিত প্রবাদ আছে। সিডনির বাংলাদেশীদের অবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবাসী বাংলাদেশীরা নানা উপলক্ষে [জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকি, আকিকা অথবা পিতামাতার মৃত্যুদিবসে জেয়াফত] প্রায়ই এ বাড়ি ও বাড়ি নেমন্তন খেয়ে এবং তথাকথিত ‘সোশালাইজেশনের’ নামে এইডস ও গনোক্লাস ভাইরাসের মত এখানের কথা ওখানে ছড়িয়ে তাদের সাপ্তাহিক বন্ধ ও ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে থাকেন বলে অপবাদ আছে। অনেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সদস্যের বাড়িতে নিয়মিতভাবে পাশ্চিক অথবা মাসিক ধর্মীয় আলোচনার অনুষ্ঠান করে কাটান। উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে নিয়মিত ব্যায়াম, শারীরিক অনুশীলন অথবা যেকোন খেলাধুলা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ‘কাট্টা হারাম’ হিসেবে গন্য হয়ে থাকে। শারীরিক অধঃপতনে ডাক্তারবাবু খেলাধুলা করার উপদেশ দিলে ধর্মভীরু এই শ্রেণীর ব্যক্তির বড়জোর ঘরে বসে নানারকম খেলা খেলে থাকেন। ডাক্তার ‘ওয়াছিয়ত’ করেছেন মানবদেহে অতিরিক্ত চিনি, শর্করা ও বহুমূত্র নিয়ন্ত্রন করতে নিয়মিত ‘খেলাধুলা’ করা উচিত। আর তাই তারা ‘খেলাধুলা’ হিসেবে অবসরে ঘরে বসে দাবা, ক্যারাম অথবা লুডু খেলা খেলে থাকেন [বাজী ছাড়া আপোসে তাস খেলাও এদের কাছে জায়াজ]।

ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রে আছে, বাংলাদেশীদের মাঝেও। অনেকটা নীরবে অথচ স্বাস্থ্যকরভাবে কিছু বাংলাদেশী প্রবাসে তাদের বন্ধেরদিনগুলো কাটান। এ ধরণের মুক্তমনা ও রুচী সম্পন্ন বাংলাদেশীদের সংখ্য অত্যন্ত নগন্য, তাই এশ্রেণীর বাংলাদেশীরা প্রবাসে সংখ্যালঘু হিসেবেই চিহ্নিত।

সংখ্যাগুরু বাংলাদেশীরা যখন প্রবাসে দেশীয় রাজনীতি, সাংগঠনিক দলাদলি, দাওয়াত পার্টি ও পরচর্চা করে তাদের অবসর দিনগুলো সরবে উপভোগ (!) করেন তখন কিছুসংখ্যক



বারবেকিউ'র উনুনে মাংস ঝালসে নিচ্ছেন ব্যাডমিন্টন সাথী কাজী দোলন

বাংলাদেশী নীরবে নিয়মিত সাংস্কৃতিক, সাহিত্য চর্চা এবং নানারকম খেলাধুলা করে আনন্দে তাদের ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে থাকেন। কিছু কিছু খেলা [সকার, ক্রিকেট] নিয়ে অবশ্য ‘দলাদলি’ হয়ে থাকে এবং তা পরবর্তিতে হাতাহাতি ও মারামারিতেও পরিণত হয়েছিল বলে অপবাদ আছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় সিডনীতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস ও স্কোয়াশ খেলার দলগুলো এখনো কলঙ্কমুক্ত। কারণ এ দলগুলোর

সদস্যরা প্রায় সকলে একাডেমিক ও উন্নত রুচী সম্পন্ন, তাই এখানে কুসংস্কার বা দলাদলি বিষয়টি কখনো স্থান পায় না।

লন টেনিস ও স্কোয়াশের নিয়মিত কোন টিম এখনো গড়ে না উঠলেও গত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃহত্তর সিডনির বিভিন্ন এলাকাতে বেশ কয়েকটি ব্যাডমিন্টন টিম গড়ে উঠেছে। সিডনির পশ্চিমাঞ্চলের আবাসিক এলাকা বলকামহীল, ব্যালাভিস্তা, কেলিভেইল ও তার আশপাশ ঘিরে একটি ব্যাডমিন্টন দল বহু বছর ধরে খেলছেন। তারা প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার সে অঞ্চলের বার্নি মোলান নামক স্পোর্টস কমপ্লেক্সে খেলে থাকেন। [যোগাযোগ: জনাব জয়নাল আবেদীন, মো: ০৪২২৮৪২৭১৮] ইনার ওয়েস্টের আবাসিক এলাকা লাকেশ্বা, ব্যাকসটাউন ও ক্যাম্পসী'র দলটি খেলেন সিডনী অলিম্পিক পার্কে প্রতি বুধবার রাতে [যোগাযোগ: জনাব শহিদুল্লাহ চৌধুরী, মো: ০৪০৩৫৯২১১৩]। তার কাছাকাছি আরেকটি ব্যাডমিন্টন দল ম্যারিকভীল, লাকেশ্বা, কোগরা ও রকডেল ঘিরে গড়ে উঠেছে। উক্ত দলটি গত চার বছর ধরে ম্যারিকভীল স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও অলিম্পিক পার্কে প্রতি রবিবার তাদের ব্যাডমিন্টন খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। [যোগাযোগ: তাপস, মো: ০৪০৩১১০১৮৩]। উক্ত দলটি প্রথমবারের মত গত অক্টবোর মাসে সকল সদস্যরা সপরিবারে একত্রিত হয়ে ম্যারিকভীলের ওয়ারেন পার্কে একটি বারবেকিউ লাঞ্চ দিয়ে তাদের 'গেট টুগেদার' উদযাপন করে। দিনভর নানরকম মুখরোচক খাওয়া, রসবোধক কৌতুক ও হৃদয় উজাড় করা স্মৃতিচারণ দিয়ে সকলের সময় কাটে।



বারবেকিউ চড়ুইভাতিতে সপরিবারে উপস্থিত কয়েকজন ব্যাডমিন্টন-সাথী। বাঁ থেকে দাঁড়ানো ১ম ওমর, ৪র্থ দোলন কাজী, ৫ম জামান, ৬ষ্ঠ তাপস, ৭ম কায়কোয়াস, ৯ম শ্রীল (শরীফ)। বাঁ থেকে বসা ১ম মিসেস ওমর, ২য় মি: দোলন, ৩য় মি: জামান, ৬ষ্ঠ মি: কায়কোয়াস